গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৮.১৯- ৫৭

তারিখঃ ২০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩.০২.২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ **ডা. কাজী হাবিবুর রহমান (৩৮৪৪১), অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), শিশু সার্জারি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা**

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ৭৬./২০২১

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. কাজী হাবিবুর রহমান (৩৮৪৪১), অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), শিশু সার্জারি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প) 'সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ডোবার মধ্যে ভাসমান ঔষধ সামগ্রী' শীর্ষক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্থাপন প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক ও অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা হিসেবে দায়িত্বরত থাকাকালে ঔষধের ক্রয় প্রক্রিয়ার উৎস, স্টক লেজার এবং মজুত ও বিতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি না করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু আপনি স্টক লেজার, মজুত বহি ও বিতরণের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা এবং ঔষধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করার মধ্য দিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে অদক্ষতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন এবং এর ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে;

যেহেতু আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণ হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা

০৩.০২.২০২১
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. কাজী হাবিবুর রহমান
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), শিশু সার্জারি
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক,
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৮.১৯- ৫৭/৩ (৩০) তারিখঃ ০৩.০২.২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের অনুরোধসহ)

২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)

৪। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা

৫। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)

৬। তত্ত্বাবধায়ক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা

৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১০। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

০৩.০২.২০২১

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. কাজী হাবিবুর রহমান (৩৮৪৪১), অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), শিশু সার্জারি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প) 'সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ডোবার মধ্যে ভাসমান ঔষধ সামগ্রী' শীর্ষক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্থাপন প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক ও অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা হিসেবে দায়িত্বরত থাকাকালে ঔষধের ক্রয় প্রক্রিয়ার উৎস, স্টক লেজার এবং মজুত ও বিতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি না করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু আপনি স্টক লেজার, মজুত বহি ও বিতরণের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা এবং ঔষধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করার মধ্য দিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে অদক্ষতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন এবং এর ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণ হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৬. ০২. ২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৮.১৯- ৫৮

তারিখঃ ২০ মাঘ .১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩.০২.২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ **ডা. মো: দেলোয়ার হোসেন (১১৪৪০৬), সহকারী অধ্যাপক (প্যাথলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা**

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ২৭./২০২১

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মো: দেলোয়ার হোসেন (১১৪৪০৬), সহকারী অধ্যাপক (প্যাথলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 'সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ডোবার মধ্যে ভাসমান ঔষধ সামগ্রী' শীর্ষক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্থাপন প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত থাকাকালে ঔষধের ক্রয় প্রক্রিয়ার উৎস, স্টক লেজার এবং মজুত ও বিতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি না করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু আপনি স্টক লেজার, মজুত বহি ও বিতরণের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা এবং ঔষধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করার মধ্য দিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে অদক্ষতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন এবং এর ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে;

যেহেতু আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণ হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা

০৩.০২.২০২১
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মো: দেলোয়ার হোসেন
সহকারী অধ্যাপক (প্যাথলজি)
ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-বটিবন্দ, ডাকঘর-নারায়ণপুর, উপজেলা-বেলাব, জেলা-নরসিংদী)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৮.১৯- ৫৮/১(১০) তারিখঃ ০৩.০২.২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের অনুরোধসহ)

২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৪। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা
৫। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৬। তত্ত্বাবধায়ক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১০। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

০৬.০২.২০২১

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. মো: দেলোয়ার হোসেন (১১৪৪০৬), সহকারী অধ্যাপক (প্যাথলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 'সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ডোবার মধ্যে ভাসমান ঔষধ সামগ্রী' শীর্ষক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্থাপন প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত থাকাকালে ঔষধের ক্রয় প্রক্রিয়ার উৎস, স্টক লেজার এবং মজুত ও বিতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি না করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

আপনি স্টক লেজার, মজুত বহি ও বিতরণের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা এবং ঔষধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করার মধ্য দিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে অদক্ষতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন এবং এর ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণ হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

06.02.2020

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

তারিখঃ ২০ মাঘ .১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৬.০২.২০২১ খ্রি.

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৮.১৯- ৫৭

বিষয়ঃ **ডা. হরিদাস কুমার পাল (১৩৩৬৯২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি), খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা**

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ......৯৮../২০২১

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. হরিদাস কুমার পাল (১৩৩৬৯২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি), খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা 'সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে- ডোবার মধ্যে ভাসমান ঔষধ সামগ্রী' শীর্ষক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি) ও স্টোর অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় ঔষধের ব্যবহার নিশ্চিত না করা, মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিধিমোতাবেক কনডেম না করে ডোবায় ফেলে দেয়া এবং যথাযথভাবে সরকারি দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণ হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা

০৬.০২.২০২১
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. হরিদাস কুমার পাল
জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি)
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ আইচপাড়া, ডাকঘরঃ হঠাৎগঞ্জ, উপজেলাঃ কলারোয়া, জেলাঃ সাতক্ষীরা)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৮.১৯- ৫৭/১ (১১) তারিখঃ ০৬.০২.২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের অনুরোধসহ)
২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)

D:\Discipline Work 2018\DP Folder-2020\Charge Frame-2020-290.doc

৪। পরিচালক, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা
৫। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা
৬। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৭। তত্ত্বাবধায়ক, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

০৬.০২.২১

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. হরিদাস পাল (১৩৩৬৯২), জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি), খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা 'সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ডোবার মধ্যে ভাসমান ঔষধ সামগ্রী' শীর্ষক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহকারী রেজিস্ট্রার (ইএনটি) ও স্টোর অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় ঔষধের ব্যবহার নিশ্চিত না করা, মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিধিমোতাবেক কনডেম না করে ডোবায় ফেলে দেয়া এবং যথাযথভাবে সরকারি দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণ হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৩. ০২. ২০২১

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব